ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-২৭৫৩

আগরতলা, ০৪ নভেম্বর, ২০১৮

তিনদিনব্যাপী চিন্তন শিবিরের সমাপ্তি
রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে কৃষি-মৎস্য ও প্রাণী সম্পদের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের জনগণের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প চালু করেছে। এইগুলির মধ্যে যে প্রকল্পগুলি ত্রিপুরার ভৌগোলিক ও পরিবেশের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সেইগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে রূপায়ণ করতে হবে। তবেই সেই প্রকল্পগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে। আজ প্রজ্ঞাভবনে ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে এবং নীতি আয়োগের সহযোগিতায় তিনদিনব্যাপী চিন্তন শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, যে কোন স্থানে প্রকল্প রূপায়ণ শুরু করার আগে ভালো করে সেই জায়গা পরিদর্শন করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাতে প্রকল্পটি রূপায়ণে গুণগতমান বজায় থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের কল্যাণে যে সকল প্রকল্প চালু করেছে তা আমাদের রাজ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই রূপায়ণ করতে হবে। রাজ্যসরকার সেই দিশাতেই কাজ শুরু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। রাজ্যসরকারও প্রধানমন্ত্রীর এই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কাজ করছে। রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে দুধ উৎপাদনে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারকে গরু কেনার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের ৫০০০ পরিবারকে ২টি করে গরু কিনতে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মহিলাদের সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে এফ সি আই-র মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। রাজ্যবাসীকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কারণ মানুষের ৫০ শতাংশ রোগই হল জলবাহিত। তাই এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েই সরকার কাজ শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে সকল প্রকল্প সহজে ও কম সময়ে জনতার কাছে পৌঁছানো যায় সেই সকল প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা নিতে হবে। যেকোন কাজ রূপায়ণ করার জন্য ইতিবাচক মনোভাব তৈরী করতে হবে। তবেই কোনো কঠিন কাজকে সহজভাবে সম্পন্ন করা যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনিদিনব্যাপী চিন্তন শিবিরের কৃষি, পর্যটন, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলিকে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে আমাদের সকলকে মিশন মুডে কাজ শুরু করতে হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে এই ক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন করে জনগণের মধ্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।

****২য় পাতায়*

তবেই আমরা আগামী ৩ বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য বানানোর যে পরিকল্পনা নিয়েছি তা বাস্তবায়ণ করা সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটন এমন একটা ক্ষেত্র যা কম সময়ে অধিক রোজগার দিতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্য সরকার রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে উন্নয়ন করার বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। রাজ্যে একটি ইন্টারন্যাশনাল বৌদ্ধিষ্ট ইউনিভার্সিটি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এর মাধ্যমেও পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে নীতি আয়োগের ভাইস-চেয়ারম্যান ড. রাজীব কুমার বলেন, তিনদিনব্যাপী এই চিন্তন শিবির নিশ্চয়ই ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য বানানোর দিশা দেখাবে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে ত্রিপুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করবে। বাংলাদেশের চিটাগাং বন্দরের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ চালু হলে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিজনেস গেটওয়ে হবে। এর ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি উপকৃত হবে। চিন্তন শিবিরে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি, দক্ষতা উন্নয়ন, সবার জন্য ঘর, স্বচ্ছ প্রশাসন, শিশু ও নারীর উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলি অগ্রাধিকার দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলি ত্রিপুরা রাজ্যে সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে নীতি আয়োগ সর্বতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ড. জি এস জি আয়েঙ্গার, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব সুশীল কুমার ও রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব মনোজ কুমার। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা দপ্তরের বিশেষ সচিব চৈতন্যমূর্তি।

****